বর্তমান 22/09/2020

3351/05/2020

দীর্ঘক্ষণ লাইন দিয়েও জল মিলছে না 'ভ্যাট' থেকে, ক্ষোভ হিঙ্গলগঞ্জে

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম তীব্র জল সঙ্কটে ভুগছে। এই গ্রামগুলিতে বর্তমানে পাইপলাইনে জল সরবরাহ করা হয়। যদিও এটি 'সারফেস ওয়াটার' বা নদীর জল নয়। হিঙ্গলগঞ্জেই সাপুর মোড়ে বসানো পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলে সরবরাহ করা হয়। উপকূলবর্তী জায়গা হওয়ায় এখানে নদীর জল এতটাই নোনা যে তা সহজে শোধন করে পানের উপযোগী করা যায় না। কিছু জায়গায় দেখা যায়, রাস্তার পাশে একটিমাত্র টাইমকলের লাইন ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো রয়েছে। এলাকাবাসীরা চলতি কথায় এটিকে 'ভ্যাট' বলে ডাকেন। আবার কিছুক্ষেত্রে সিমেন্টের ট্যাঙ্কে দু'টি টাইমকল থাকে। এটিকে 'ট্যাঙ্ক' বা 'টাইমকল' বলেই ডাকেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু এই 'ভ্যাট' বা 'ট্যাঙ্ক'গুলিতে দিনের অধিকাংশ সময়ই জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। ফলে মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হন। স্থানীয় যেসব এলাকায় এমন কল আছে, যেমন বোলতলা, কাঁটাখালি, কেওড়াখালি, বিশ নম্বর— সেখানে বিশাল লাইন পড়ে। বিভিন্ন এলাকার মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে কলসি, প্লাস্টিকের ব্যারেল নিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করতে যান ঐ সমস্ত 'ভ্যাট' বা 'ট্যাঙ্ক'-এ। জল নেওয়ার জন্য বিরাট ভিড় হয়ে যায়। লাইনের শেষে থাকা অনেকেই জল পান না। তার আগেই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এইসব টাইমকলে। সাইকেলে ব্যারেল বা কলসি বেঁধে তিন চার কিলোমিটার দূর থেকে যাঁরা জল সংগ্রহ করতে যান, তাঁরা অনেকেই জল না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। 'ভ্যাট'-এর কাছাকাছি থাকা বাসিন্দারাই পানীয় জল নেওয়ার জন্য বেশি সংখ্যায় কলসি, বালতি, পট

রেখে বিরাট লাইন তৈরি করে রাখেন। ফলে দূর-দুরান্ত থেকে আসা সংগ্রহকারীরা জল নিতে পারেন না। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে ঘটে আসছে এই সমস্ত এলাকায়। এর ফলে মাঝেমধ্যেই ক্ষোভ থেকে ঝগড়া, গোলমালও হয়।

এই সমস্যা নিয়ে কেওড়াখালির বাসিন্দা আশা ভুঁইয়ার ক্ষোভ, বাড়ির কাজকর্ম সব বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ আমাদের জল নেওয়ার জন্য বসে থাকতে হয়। বরুণহাটের বাসিন্দা শিক্ষক রাজেশ লস্কর জানান, অনেক ভাই এবং মায়েরা সাইকেলে অথবা অন্য গাড়ি করে জল আনতে যান। এজন্য তাঁদের দীর্ঘক্ষণ নষ্ট হয়। বাড়ির কাজকর্ম তো হয়ই না, তার সঙ্গে যে সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করে, ঠিকঠাক সময় রান্না না হওয়ায় তাদের স্কুলে যেতেও সমস্যা হয়। ফলে এই সমস্ত এলাকার পড়ুয়াদের পড়াশোনাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পরিমল বিশ্বাস জানান, সমস্যা দীর্ঘদিনের। ওই সমস্ত এলাকায় মাটির নীচে জলস্তর না থাকায় এই সমস্যাগুলি ঘটছে। তবুও আমরা জল সরবরাহ করার সময় এবং ভ্যাট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব। -*নিজস্ব চিত্র*

3351/24/2020
154/WBHRC/Suo/2020

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 23. 09. 2020.

Enclosed is the news clippings appeared in the 'Bartaman', a Bengali daily dated 22. 09.2020, the news item is captioned ' দীর্ঘক্ষণ লাইন দিয়েও জল মিলছে না 'ভ্যাট থেকে, ক্ষোভ হিঙ্গলগঞ্জে।

District Magistrate, North 24-Parganas is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to this Commission within 31st October, 2020.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

23/9/2020
(Naparajit Mukherjee)
Member

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

Encl: News Item Dt. 22. 09.2020

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O.
is to take immediate action
23.09.2020

SDB